দৈনিক ইনকিলাব

093

তারিখ 08 APR 1987
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

মান উন্নয়ন পরীক্ষা প্রসঙ্গে

কোন ছাত্র-ছাত্রী অসাবধানতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করতে না পারলে ভালো ফলাফলের জন্য শেষ প্রচেষ্টাস্বরূপ পরবর্তী বছর মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বহু পূর্ব থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা এ সুযোগ পেয়ে আসছে। মান উন্নয়ন পরীক্ষায় যদি ফলাফল পূর্বের চেয়ে ভাল হয় তবে উক্ত ফল স্থায়ী হয়। কিন্তু ফলাফল ভালো না হলে তাদের পূর্ব ফলাফল বলবৎ থাকে। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় যে পরীক্ষার্থীর প্রথম পরীক্ষা যে সিলেবাস অনুসারে হয় পরবর্তী বার মান উন্নয়ন পরীক্ষাও ঠিক একই সিলেবাসে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক মান উন্নয়ন পরীক্ষা সম্পর্কে আকস্মিক সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বিস্মিত ও হতাশ করেছে। হঠাৎ করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রবর্তিত নতুন সিলেবাস অনুসারে তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হবে। যেমন বাংলা উপন্যাস 'শ্রীকান্তের' পরিবর্তে 'লাল সালু' 'রক্তাক্ত প্রান্তরের' পরিবর্তে 'সিরাজদ্দৌলা' বাংলা ও ইংরেজী ১ম পত্রের বেশ কয়েকটি গদ্য, পদ্যও পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা, এক বছরের কোর্স পরীক্ষার্থীরা কিভাবে তিন মাসে সম্পন্ন করবে? আর যদি সম্পন্ন করতে না পারে তবে তারা বাধ্য হয়ে অসদুপায় অবলম্বনের পথ খুঁজবে। তবে কি আমরা বলতে পারি না, বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে অসদুপায়ের ইন্ধন জোগাচ্ছেন? এও শোনা যাচ্ছে, গত বছর যারা ফেল করেছে তারা তাদের পূর্ব পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে পারবে। জানি না এ সিদ্ধান্তের কারণ কি? এ বিমাতাসুলভ আচরণের অভ্যন্তরে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে।

আমাদের জিজ্ঞাসা, যদি ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া যায় তবে মান উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের দেয়া যাবে না কেন? মান উন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের পূর্ণ পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষা নেয়া হোক। উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার পথ সুগম করতে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হবেন বলে আশা করি।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার